রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ৮, ২০২৩

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়
নির্বাচন ভবন, প্লট-ই, ১৪-এ, আগারগাঁও, ঢাকা।

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ : ২২ জ্যৈষ্ঠ, ১৪৩০/০৫ জুন, ২০২৩

নং-১৭.০০.০০০০.০২৫.৪৪.০০৮.২২-৬২৯।—জাতীয় সংসদ নির্বাচনের লক্ষ্যে "জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা" সংশ্লিষ্ট সকলের জ্ঞাতার্থে এতদ্সংগে প্রকাশ করিতেছি।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ আব্দুল হালিম খান
উপসচিব (নিঃসঃওসঃ)।

মূল্য : টাকা ৮.০০

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন এবং ব্যবস্থাপনা নীতিমালা :

ভূমিকা : জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে অনুষ্ঠানের লক্ষ্যে সর্বোত্তম স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন অত্যাবশ্যক। ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের প্রভাবমুক্ত ও ভোটারদের ভোট প্রদানের সার্বিক সুযোগ-সুবিধা অনুযায়ী ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণের উপর সুষ্ঠু নির্বাচন বহুলাংশে নির্ভরশীল। গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৮ অনুচ্ছেদের বিধান অনুসারে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের সময়সূচি অনুসারে ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ করা এবং উহার চূড়ান্ত তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের উপর ন্যস্ত। এর পরিপ্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নিমিত্ত নিম্নরূপ নীতিমালা প্রণয়ন করল:—

২। **ভোটকেন্দ্রের তালিকা :** নির্বাচন কমিশন জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচনের জন্য ভোটকেন্দ্র স্থাপনের নীতিমালা প্রণয়ন করে প্রাথমিক তালিকা প্রেরণের জন্য মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নির্দেশনা প্রদান করে। প্রাথমিক তালিকার উপর দাবী, আপত্তি বা সুপারিশ গ্রহণ করে উহা যথাযথভাবে নিষ্পত্তি করতঃ তালিকা চূড়ান্ত করা হয় এবং সরকারি গেজেটে প্রকাশ করা হয়।

৩। **ভোটকেন্দ্র স্থাপনে করণীয়:** নিম্নবর্ণিত করণীয় অনুসরণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা প্রস্তুত করতে হবে :

৩.১ ভোটারের সংখ্যানুসারে ভোটকেন্দ্র ও কক্ষ স্থাপন : গড়ে ৩০০০ ভোটারের জন্য একটি করে ভোটকেন্দ্র এবং সাধারণভাবে ৫০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৪০০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে। তবে ইভিএম এর ক্ষেত্রে সাধারণভাবে ৪০০ জন পুরুষ ভোটারের জন্য এবং ৩৫০ জন মহিলা ভোটারের জন্য ১টি করে ভোটকক্ষ নির্ধারণ করতে হবে।

৩.২ যাতায়াতের সুবিধা ও অবস্থান : ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে যাতায়াতের সুবিধা ও ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনা করে এরূপভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে যাতে—

(ক) ভোটার এলাকাগুলো যেন ভোটকেন্দ্রের সংলগ্ন ও সুনিবিড় হয় এবং দুটি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে দূরত্ব ৩ কিলোমিটারের অধিক না হয়;

(খ) কোন ভোটার এলাকার ভোটারগণকে যেন নিকটস্থ ভোটকেন্দ্র অতিক্রম করে দূরবর্তী স্থানে স্থাপিত ভোটকেন্দ্রে গমন করতে না হয় এবং

(গ) একটি ভোটকেন্দ্রের অতি নিকটে যেন অন্য একটি ভোটকেন্দ্র স্থাপন না করা হয়।

৩.৩ ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সাধারণ নির্দেশনা : একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর নির্বাচনি এলাকাসমূহে ইতোমধ্যে অনেক নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা গড়ে উঠেছে। এছাড়াও পুরোনো অনেক স্থাপনা সংস্কার করে কিংবা নিকটবর্তী নতুন স্থানে নতুন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভোট প্রদানের সুবিধাদি বিবেচনায় উল্লিখিত নতুন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে ভোটার সংখ্যা, ভোটকক্ষের সংখ্যা, ভোটারদের যাতায়াতের সুবিধা, ভোটার এলাকাসমূহের নৈকট্য, আইনশৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের সুবিধা এবং সর্বোপরি ভোটকেন্দ্রের অবকাঠামোগত দিক বিবেচনায় নিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে। বিগত নির্বাচনে যেসব ভোটকেন্দ্রে গোলযোগ বা নির্বাচনী পরিবেশ বিঘ্নিত হয়েছে বা বর্তমানে কোন সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রভাবাধীন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে, সেসব স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সতর্ক থাকতে হবে। বিগত

নির্বাচনে ব্যবহৃত কেন্দ্রসমূহ ব্যবহার অনুপযোগী হলে বা পর্যাপ্ত কক্ষ বা যাতায়াতের সুব্যবস্থা না থাকলে অপেক্ষাকৃত নিকটবর্তী উপযুক্ত প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রয়োজনে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ/রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে। বিগত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যেসব প্রতিষ্ঠান ভোটকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে, সেসব প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক কক্ষ এবং যাতায়াতের সুব্যবস্থাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বহাল থাকলে পূর্বে ব্যবহৃত প্রতিষ্ঠানসমূহ ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করাই উত্তম হবে।

৩.৪ **বিলুপ্তির কারণে পরিবর্তিত কেন্দ্র নির্ধারণ :** বিগত নির্বাচনে ব্যবহৃত ভোটকেন্দ্রের স্থাপনা নদী ভাঙ্গন বা অন্যবিধ কারণে বিলুপ্ত/ব্যবহার অনুপযোগী হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনাক্রমে অন্যত্র নতুন স্থাপনাকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে প্রস্তাব করা যাবে।

৩.৫ **ভোটার বৃদ্ধির কারণে নতুন কেন্দ্র নির্ধারণ :** ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে নতুনভাবে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজন হলে স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তি/নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি/রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সাথে আলোচনা করে নতুন ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রতিষ্ঠান বা স্থাপনা নির্ধারণ করতে হবে।

৩.৬ **সরকারি / স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন :** ভোটকেন্দ্র স্থাপনে সরকারি ভবনসমূহকে প্রাধান্য দিতে হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছাড়াও সরকারি, আধাসরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা পরিচালিত কমিউনিটি সেন্টার, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র ও অন্যান্য অফিস ভবনে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। ভোটকেন্দ্র স্থাপনের জন্য এ সকল প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা, চৌহদ্দি, সীমানা প্রাচীর ইত্যাদি বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.৭ **প্রভাবাধীন বা সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত নয় এমন স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন না করা :** কোনো অবস্থাতেই কোনো প্রার্থীর প্রভাবাধীন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। তাছাড়া কবরস্থান, শ্মশান, হাটবাজার, সংকীর্ণ গলি- এরূপ স্থানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না।

৩.৮ **বিশেষ ক্ষেত্রে কম সংখ্যক ভোটার নিয়ে কেন্দ্র স্থাপন :** কম জনবসতিপূর্ণ, দুর্গম, পার্বত্য এলাকা, চরাঞ্চল, দ্বীপাঞ্চল ও নদ-নদী দ্বারা বিচ্ছিন্ন এলাকায় এবং ভৌগোলিক অবস্থানগত কারণে কম সংখ্যক ভোটারের জন্যও ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে। তাছাড়া কম জনবসতিসম্পন্ন এলাকা, দুর্গম, পার্বত্য এলাকা, চরাঞ্চল, দ্বীপ অঞ্চল এবং প্রাকৃতিক প্রতিবন্ধকতার কারণে উপরিউক্ত শর্তসমূহ শিথিল করা যাবে।

৩.৯ **রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠান পরিহার :** যে সকল ব্যক্তি রাজনীতির সাথে অথবা নির্বাচনের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত বা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে তাদের নামে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানসমূহে যতদূর সম্ভব ভোটকেন্দ্র স্থাপন থেকে বিরত থাকতে হবে। তবে বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠান না থাকলে শর্তটি শিথিলযোগ্য। সেক্ষেত্রে নির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের নিবিড় তদারকি এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নিয়োগ পর্যাপ্ত হতে হবে।

৩.১০ **প্রতিষ্ঠানের নাম ও স্থান উল্লেখসহ ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়ন :** ভোটকেন্দ্র যে স্থানে/প্রতিষ্ঠানে স্থাপিত হবে সে স্থানের/প্রতিষ্ঠানের নামানুসারে ভোটকেন্দ্রের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে। প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের নামের সাথে স্থানের নামও আবশ্যিকভাবে সংযোজিত ছকে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১১ অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র ও ভোটকক্ষ স্থাপন : কোন স্থানে অস্থায়ী ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা হলে উহার অবস্থান ও ভোটার এলাকার অবস্থান সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ করতে হবে। উল্লেখ্য যে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন স্থাপনায় ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করলে এবং অস্থায়ী ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করলে তার যৌক্তিকতা তুলে ধরে আলাদা প্রত্যয়ন দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যে, কোনো অবস্থাতেই অস্থায়ী ভোটকেন্দ্রের (যেখানে কোনো স্থাপনা নাই) ভোটকক্ষকে পৃথকভাবে অস্থায়ী কক্ষ হিসেবে গণনায় আনা যাবে না। বিদ্যমান ভোটকেন্দ্রে প্রয়োজনে অস্থায়ী ভোটকক্ষ স্থাপন করা যাবে। এক্ষেত্রে প্রস্তাব প্রেরনের সময় কেন্দ্রের বিপরীতে অস্থায়ী ভোটকক্ষের সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩.১২ একই স্থাপনায় একাধিক কেন্দ্র স্থাপনে মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার : একই স্থাপনায় বিভিন্ন শিফটে চালু একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নামে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে না। এক্ষেত্রে শুধুমাত্র মূল প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করে ভোটকেন্দ্র নং- ১, ২, ৩ ইত্যাদি ক্রমিক নম্বর উল্লেখপূর্বক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করা যাবে।

৩.১৩ পুরুষ ও মহিলাদের সুশৃংখলভাবে ভোটদানে নিশ্চয়তা বিধান : একই ভোটকেন্দ্রে পুরুষ ও মহিলা ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথক এবং সুশৃঙ্খলভাবে ভোটপ্রদান করতে পারেন উহার ব্যবস্থা করতে হবে। মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকক্ষ স্থাপন এবং মহিলা ও পুরুষ ভোটারগণ যাতে পৃথক পৃথকভাবে ভোটকক্ষে প্রবেশ ও বাহির হতে পারেন উহা নিশ্চিত করতঃ ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব করতে হবে।

৩.১৪ শহর এলাকায় পুরুষ ও মহিলা ভোটারদের জন্য পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন : শহর এলাকা অধিক ঘনবসতিপূর্ণ বিধায় পাশাপাশি একাধিক প্রতিষ্ঠানে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হয়। শহর এলাকায় যতদূর সম্ভব, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য পাশাপাশি প্রতিষ্ঠানে পৃথক পৃথক ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৩.১৫ তালিকায় পুরুষ-মহিলার উল্লেখ : ভোটকেন্দ্রটি পুরুষ ভোটার, না মহিলা ভোটারের জন্য, নাকি উভয়ের জন্য তা আবশ্যিকভাবে সংযোজিত “ভোটকেন্দ্রের ছকের” মন্তব্য কলামে উল্লেখ করতে হবে।

৩.১৬ ভোটার এলাকার নাম ও ভোটার সংখ্যা : প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের নামের বিপরীতে উল্লিখিত প্রতিটি ভোটার এলাকার নাম উল্লেখ করতে হবে। ভোটার এলাকার নামের পার্শ্বে কতজন ভোটার উক্ত ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবে উহার সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে। পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা আলাদাভাবে দেখাতে হবে।

৩.১৭ বিভক্ত ভোটার এলাকার ভোটারের ক্রমিক নম্বর উল্লেখ করা : কোনো ভোটার এলাকাকে বিভক্ত করে একাধিক ভোটকেন্দ্রের জন্য নির্ধারণ করা হলে ভোটার তালিকায় বর্ণিত ক্রমিক নম্বরগুলো ভোটকেন্দ্রের বিপরীতে প্রদর্শন করতে হবে, যাতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, ভোটার তালিকায় কোন্ কোন্ ভোটারকে কোন্ কোন্ ভোটকেন্দ্রে ভোট দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে যেন ভোট গ্রহণের দিন ভোটারগণ অযথা হয়রানী বা বিভ্রান্তির সম্মুখীন না হন। ভোটগ্রহণের দিন প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের সম্মুখে ও প্রবেশপথে একাধিক স্থানে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের ভোটার এলাকার নাম ও ভোটারের ক্রমিক নম্বর সহজে দৃশ্যমান হয় এমনভাবে টাঙ্গিয়ে দিতে হবে।

৩.১৮ ভোটার সংখ্যার আধিক্য রয়েছে এমন ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য দেয়া : ভোটার এলাকাসমূহের মধ্যে যে ভোটার এলাকায় ভোটার সংখ্যা অধিক এবং যেখানে সুবিধাজনক প্রতিষ্ঠান রয়েছে সে ভোটার এলাকাকে প্রাধান্য ও গুরুত্ব দিয়ে ভোটকেন্দ্র স্থাপন করতে হবে।

৩.১৯ প্রতিবন্ধী, বয়স্ক, অসুস্থ ও মহিলা ভোটারদের সুবিধা বিবেচনায় রাখা : ভোটকেন্দ্র স্থাপনের সময় প্রতিবন্ধী, বয়স্ক ভোটার, অসুস্থ ব্যক্তি, গর্ভবতী মহিলা, মাতৃদুগ্ধদানকারী মায়েদের এবং তৃতীয় লিঙ্গধারি (হিজরা) ভোটারদের ভোট প্রদানে অগ্রাধিকার আবশ্যিক বিবেচনায় রাখতে হবে।

৩.২০ প্রাপ্ত আপত্তি লিখিতভাবে নিষ্পত্তিকরণ : যদি কোনো ভোটকেন্দ্রের স্থান নির্ধারণ সম্পর্কে কারো কোনো লিখিত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তি থাকে তাহলে প্রাপ্ত আবেদন/সুপারিশ বা আপত্তিসমূহ সরেজমিনে যাচাই করে যথপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং ভোটকেন্দ্র স্থাপন সংক্রান্ত আবেদনসমূহ নিষ্পত্তি অন্তে আবেদনকারীকে নিষ্পত্তিমূলক পত্র প্রদান করতে হবে।

৪। মহানগর/**জেলা ও উপজেলা/থানা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি :** উপজেলা শিক্ষা অফিসার, উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার, জেলা শিক্ষা অফিসার ও জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসারগণ তাঁর আওতাধীন উপজেলা/জেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সম্পর্কে বিশেষ করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের অবকাঠামোগত অবস্থা, কক্ষের সংখ্যা, স্থাপনার অবস্থান বা যাতায়াত ব্যবস্থা ইত্যাদি সম্পর্কে বিশেষভাবে অবগত থাকেন। অন্যদিকে পুলিশ সুপার, থানার অফিসার ইন-চার্জ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসহ অন্যান্য স্থাপনার যাতায়াত ব্যবস্থা ও সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা সম্পর্কে অবগত থাকেন। জেলা প্রশাসক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসারগণ জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে সরকার ও নির্বাচন কমিশনের নানাবিধ কার্যক্রমে মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে কাজ করেন। তাই উপজেলা ও জেলা পর্যায়ে উক্ত অফিসারগণের সমন্বয়ে কমিটি গঠন করে তাদের মতামতের ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র স্থাপন কার্যক্রম অধিকতর সহজ ও সুষ্ঠু হবে। এসকল বিষয় বিবেচনায় নিম্নরূপভাবে কমিটি গঠন করা হল:

(ক) মহানগর/জেলা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি :

০১	জেলা প্রশাসক	আহবায়ক
০২	বিভাগীয় কমিশনারের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৩	পুলিশ সুপার	সদস্য
০৪	সংশ্লিষ্ট মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনারের উপযুক্ত একজন প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)	সদস্য
০৫	জেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৬	জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৭	সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

(খ) উপজেলা/থানা ভোটকেন্দ্র স্থাপন কমিটি :

০১	উপজেলা নির্বাহী অফিসার	আহবায়ক
০২	উপজেলা শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৩	উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার	সদস্য
০৪	অফিসার ইন-চার্জ	সদস্য
০৫	উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

৪.১। উপজেলা/ থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উপজেলা কমিটির সভায় খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা উপস্থাপন করবেন। খসড়া ভোটকেন্দ্রের তালিকা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা করত: সংশ্লিষ্টগণের মতামত গ্রহণ করবেন। উপজেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ প্রয়োজনে সম্মিলিতভাবে ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন এবং সার্বিক বিষয় নিয়ে সভায় আলোচনাক্রমে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা চূড়ান্ত করবেন। উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা উক্ত খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ করবেন। অত:পর জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা উক্ত তালিকা মহানগর/জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। মহানগর/জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ দৈবচয়ন ভিত্তিতে ভোটকেন্দ্র সরেজমিন তদন্ত করবেন এবং পরবর্তীতে সভায় মিলিত হয়ে উপজেলা/থানা নির্বাচন কর্মকর্তা এর নিকট হতে প্রাপ্ত ভোটকেন্দ্রের তালিকার বিষয়ে সুস্পষ্ট মতামত প্রদান করবেন। উক্ত মতামতসহ খসড়া তালিকা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করবেন। মহানগরীসমূহের ক্ষেত্রে থানা নির্বাচন কর্মকর্তা জেলা নির্বাচন কর্মকর্তার মাধ্যমে ভোটকেন্দ্রের খসড়া তালিকা সরাসরি মহানগর/ জেলা কমিটিতে উপস্থাপন করবেন। এক্ষেত্রে মহানগর/ জেলা কমিটির সদস্যবৃন্দ ভোটকেন্দ্রসমূহ সরেজমিন পরিদর্শন করবেন।

৫। **চূড়ান্ত তালিকায় কোন কেন্দ্র কোন প্রার্থীর নিয়ন্ত্রণে বা বাড়ি সংলগ্ন কিনা তা কমিশনকে অবহিতকরণ :** ভোটকেন্দ্রের তালিকা চূড়ান্ত হলেও এমনকি গেজেটে প্রকাশ করা হলেও গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৮(৫) অনুসারে চূড়ান্ত তালিকায় উল্লিখিত কোন ভোটকেন্দ্র কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর অধীনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকলে রিটার্নিং অফিসার তা জরুরি ভিত্তিতে কমিশনকে অবহিত করবেন। প্রার্থিতা প্রত্যাহারের পর রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার সকল ভোটকেন্দ্র সরেজমিন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে যাচাই করে এ বিষয়ে কমিশনে প্রতিবেদনসহ প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে।

৬। **ভোটকেন্দ্র সংক্রান্ত তথ্যের সার-সংক্ষেপ প্রেরণ :** ভোটকেন্দ্রের তালিকার সাথে প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রের মোট ভোটার সংখ্যা, পুরুষ ও মহিলা ভোটার সংখ্যা, কয়টি ভোটকেন্দ্র এবং কয়টি ভোটকক্ষ স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়েছে তার একটি সারসংক্ষেপ নির্ধারিত ছকে প্রস্তুত করত: নির্বাচন কমিশনে প্রেরণ করতে হবে। সে সাথে প্রতিটি নির্বাচনি এলাকার উপজেলা/থানা, ইউনিয়ন/পৌরসভা/সিটি কর্পোরেশন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যাও উল্লেখ করতে হবে। ভোটকেন্দ্রের তালিকা প্রণয়নের নিম্নের ছকটি ব্যবহার করতে হবে :

‘ছক’

ভোটকেন্দ্রের তালিকা

নির্বাচনি এলাকার নম্বর ও নাম...

ক্রমিক	ভোটকেন্দ্রের নাম ও অবস্থান	ভোটকক্ষের সংখ্যা	যে এলাকার ভোটারগণ এই ভোটকেন্দ্রে ভোট প্রদান করবেন (ভোটার এলাকার নাম)			ভোটকেন্দ্রের ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			পল্লী অঞ্চলের ক্ষেত্রে গ্রামের নাম	শহর অঞ্চলের ক্ষেত্রে ওয়ার্ড নং/ মহল্লা/ রাস্তার নাম	যেসব কেন্দ্রে ভোটার এলাকা বিভক্ত হয়েছে সেসব ক্ষেত্রে ভোটারদের ক্রমিক নম্বর	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪(গ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(ক+খ)	৬
সিটি কর্পোরেশন/ উপজেলা/পৌরসভা/ইউনিয়ন/ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড									

ভোটকেন্দ্রের সার-সংক্ষেপ

উপজেলা/ থানার সংখ্যা ও নাম	সিটি কর্পোরেশন/ পৌরসভার সংখ্যা ও নাম	ইউনিয়ন/ ক্যান্টনমেন্ট বোর্ডের সংখ্যা	ভোটকেন্দ্রের সংখ্যা			ভোটকক্ষের সংখ্যা			ভোটার সংখ্যা			মন্তব্য
			স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	স্থায়ী	অস্থায়ী	মোট	পুরুষ	মহিলা	মোট	
১	২	৩	৪(ক)	৪(খ)	৪ (ক+খ)	৫(ক)	৫(খ)	৫(ক+খ)	৬(ক)	৬(খ)	৬(ক+খ)	৭

....
সিনিয়র জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা/
জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা।

মোস্তাফিজুর রহমান, উপপরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
ব্রেনজন চাম্বুগং, উপপরিচালক (উপসচিব), (অতিরিক্ত দায়িত্ব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd